প্রদর্শিত আমার স্বরূপ নিশ্চয়ই অনায়াসে অর্থাৎ ভক্তির আনুসঙ্গিক ভাবেই অনুভব করিতে পারে। শ্রীভগবান্ ।১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন ॥ ৭৪ ॥

অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাকৃসিদ্ধতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রবর্ত্তিততা স্বয়মেব মুখ্যতা, পরোষাত্তর্ব্বাচীনতা যথারুচি নানাজনপ্রবর্ত্তিততা তুচ্ছতা চেতি। যথা—শ্রীউদ্ধব উবাচ। বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ। তেষাং 'বিকল্পপ্রধান্যমুতাহো একমুখ্যতা। ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ। নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ৭৫ ॥

অগ্রেও ১১।১৪ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে সকল সাধনের পূর্ব্বে শ্রীভক্তিযোগেরই সত্তা বলিবেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ" এই শ্লোকে ভক্তি-যোগেরই উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, কর্ম্মাদিসাধনের সংবাদ জগতে প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ভক্তিযোগের সংবাদ প্রচার হইয়াছিল—ইহাই বলিয়াছেন। আবার সেই ভক্তিযোগটীকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই জগতে প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। অপর সেই ভক্তিযোগটী অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া স্বয়মই মুখ্য, অন্যসকল সাধনই ভক্তিযোগের মুখাপেক্ষী। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে, মঃ ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি যথা—"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান।" অন্য সকল সাধনই আধুনিক এবং আপনাপন রুচি অনুসারে যক্ষ, রক্ষঃ এবং নানা বাসনাযুক্ত মুনিগণ-প্রবর্ত্তিত ও সেই সকল সাধনের ফল অতি তুচ্ছ। "সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল—চৈত চঃ মঃ ২২শ পঃ। এতগুলি হেতু প্রদর্শন করাইয়া ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখাইবেন ; যথা—শ্রীউদ্ধব কৃত প্রশ্ন—হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করিয়া কথা বলেন, সেইসকল মহাত্মাগণ পরম মঙ্গল-প্রাপ্তির জন্য নানাবিধ সাধনের কথা বলেন। সেই সকল সাধনের সত্যতা এইরূপে রক্ষা করিতে হইবে। একটি সাধন মুখ্য, অপর সাধনসমুহ গৌণ ; অথবা সকল সাধনই মুখ্য। হে স্বামিন্! আপনি কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ ভক্তিযোগের কথাই আমার নিকটে উপদেশ করিয়াছেন। যে ভক্তিযোগ-প্রভাবে অন্য সাধন ও অন্য সাধ্যের প্রতি আসক্তি-শূন্য হইয়া একমাত্র তোমাতেই মনের গাঢ় আবেশ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

টীকা চ—শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি। বিকল্পেন প্রধান্যম্ উতাহো কিংবা একস্যৈব মুখ্যতা। একমুখ্যতাপক্ষোত্থাপনে কারণং ভবতেতি। নাপেক্ষিতমপেক্ষা যস্মিন্ স